পৌষ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

বোরো ধান:

- পৌষ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বোরো ধানের বীজতলা তৈরি করা যাবে। তীব্র শীতে বীজতলা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে শুকনো বোরো বীজতলা তৈরি করুন।
- অতিরিক্ত ঠান্ডার সময় দিনের বেলা বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে এবং রাতের বেলা তুলে ফেলতে হবে। বীজতলায় চারাগাছ হলদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এরপরও যদি চারা সবুজ না হয় তবে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম দিতে হবে।
- পৌষ মাস বোরো ধানের জন্য জমি প্রস্তুত করার উপযুক্ত সময়। বোরো ধান রোপনের ক্ষেতে নির্দিষ্ট দূরত্বে (২০ সে.মি × ২০ সে.মি) চারার বয়স ৩০ দিন হলে মূল জমিতে রোপন করুন। চারা রোপনকালে শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে কয়েক দিন দেরি করে চারা রোপন করুন।
- বোরো ধান রোপনের পর শৈত্য প্রবাহ দেখা দিলে জমিতে ৫-৭ সে.মি. পানি ধরে রাখুন।

গম:

- গমের জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।
- চারার বয়স ১৭-২১ দিন হলে গম ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে বিঘা প্রতি ১২-১৪ কেজি অথবা এইজেড অনুসারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে এবং সেচ দিতে হবে।
- গমের জমিতে যেখানে ঘন চারা রয়েছে সেখানে কিছু চারা তুলে পাতলা করে দিতে হবে।

ভূট্টা:

- ভুট্টার সাথে সাথী বা মিশ্র ফসলের চাষ করে থাকলে সেগুলোর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে।
- চারা গাছের উচ্চতা ১০-১৫ সে.মি. হলে ১৫-২০ দিন পর পর ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- গোড়ার মাটির সাথে ইউরিয়া সার ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে সেচ দিতে হবে।
- ভুট্টা ক্ষেতের গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। দুই সারির মাঝে সার দিয়ে কোদালের সাহায্যে মাটি কুপিয়ে সারির মাঝের মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে। ১০-১২ দিন পরপর এভাবে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে না দিলে গাছ হেলে পড়বে এবং ফলন কমে যাবে।
- এ সময় ভুট্টা ক্ষেতে পোকা-মাকড় ও রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন এবং Fall Army Worm পোকাসহ অন্যান্য পোকামাকড় পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

তেল ও ডাল ফসল:

- এ মাসে রোপনকৃত ডাল ফসলের যত্ন নিন। সারের উপরি প্রয়োগ, প্রয়োজনে সেচ, আগাছা পরিষ্কার, বালাই ব্যবস্তাপনাসহ সবকটি পরিচর্যা সময়মত সম্পন্ন করুন।
- এ মাসে তেল ফসলে (সরিষা,তিল,তিসি ও সূর্যমুখী) যত্ন নিলে কাংখিত ফলন পাওয়া যাবে।

আলু:

- আলু গাছের উচ্চতা ১০-১৫ সে.মি. হলে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- আলু ফসলে নাবি ধ্বসা বা মড়ক রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ দমনে ২ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ অথবা সিকিউর অথবা ইন্ডোফিল প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে অথবা যেকোন অনুমোদিত মেনকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক ৭ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। নাবি ধ্বসা বা মড়ক লাগা জমিতে সেচ দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে।
- তাছাড়া আলু ফসলে মালচিং, সেচ প্রয়োগ, আগাছা দমনের কাজ গুলোও করতে হবে।

শীতকালীন সবজি:

- ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, মূলা এসব বড় হওয়ার সাথে সাথে চারার গোড়ায় মাটি তুলে দিন। চারার বয়স ২-৩ সপ্তাহ হলে সারের প্রথম উপরি প্রয়োগ সম্পন্ন করুন। সবজি ক্ষেতের আগাছা, রোগ ও পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করুন। এক্ষেত্রে সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহার করতে পারেন। প্রতি বিঘা জমির জন্য ১০-১৫ টি ফাঁদ স্থাপন করতে হবে।

অন্যান্য ফসল:

- কন্দ পেঁয়াজর কলি ভেঙ্গে দিতে হবে। চারা রোপনকৃত পেঁয়াজের উপরি সার প্রয়োগসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে।

তাছাড়া কৃষির যেকোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারে।